কাচের দেয়াল

স্নান সেরে চুল মুছতে মুছতে মণিকা পাশের ডাইনিং হলে সুজিতের গলার আওয়াজ পেলো। সুজিত তাহলে লাঞ্চ খেতে বাড়ি এসেছে। সকালে বলে গেছিল অফিসে অনেকগুলো ফাইল জমেছে, লাঞ্চ- আওয়ারে অফিসের ক্যান্টিনেই যা হোক কিছু খেয়ে নেবে। তাহলে বাড়তি কিছুটা সময় হাতে পাওয়া যাবে। তাই নিশ্চিন্ত মনে চান করছিল মণিকা।

অবশ্য সুজিতের গলা শুনে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গেল না তার। ধীরে সুস্থে চুল আঁচড়ে টিপ পরলো। তারপর কি ভেবে আবার ফিরে এলো বাথরুমে। বাচ্চাদের ক'টা জামাকাপড় সাবানজলে চুবানো ছিল, সেগুলো পরিপাটি করে কাচলো। তারপর ছাদে গিয়ে একটি একটি করে দড়িতে টাঙিয়ে দিলো। এইসব শেষ করে ডাইনিং রুমে এসে যখন দাঁড়ালো ততক্ষণে সুজিতের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, অফিসে ফেরার জোগাড় করছে সে।

মণিকাকে দেখে হাসলো সুজিত, "কি, স্নান হল?"

মণিকাও হাসিমুখে ঘাড় নাড়লো।

"চিঠি আছে কোনও?"

"গীতুদির একটা চিঠি এসেছে আজ।"

মণিকার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলো সুজিত।

চিঠি পড়া শেষ করে ঘড়ির দিকে দেখলো, "আচ্ছা, চলি তাহলে। ফিরতে একটু দেরী হবে আজও।"

উত্তরে মণিকা মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লো আবার।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সুজিতের স্কুটারের আওয়াজ শোনা গেল এবং ক্রমে রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল সে আওয়াজ।

ঝি শান্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, "আপকা খানা লাগাউঁ মেমসাব্?"

"হ্যাঁ।"

ব্যালকনিতে রোদ্দুরে বসে ধীরে সুস্থে খেলো মণিকা।

বাবলু ও মুনিয়া দু'জনেই ঘুমোচ্ছে। সারা বাড়ি নিঝুম। যতক্ষণ জেগে থাকে

ওরা বাড়িতে যেন হুলুস্থুল পড়ে যায়। শান্তি পুরোনো ঝি, রান্নাবান্না মোটামুটি সামলে দেয়। কিন্তু বাচ্চাদের নাওয়ানো, খাওয়ানো, বায়না সামলানো - এতেই নাজেহাল হয়ে যায় মণিকা। বাবলুর বয়স দেড় বছর, মুনিয়ার চার মাস। মাত্র আড়াই বছর হল বিয়ে হয়েছে মণিকার - মনে হয় যেন এই সেদিন। অথচ এর মধ্যে কত কিছু বদলে গেছে।

আগে সুজিতের অফিস থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরী হলে অস্থির হয়ে উঠতো মণিকা। মনে আছে বিয়ের পর সুজিত যখন প্রথম টেম্‌পরারী ডিউটিতে তিন দিনের জন্যে চণ্ডীগড় গেল। তিনটে দিন যেন তিনটে বছর! তৃতীয় দিন বিকেলে ফিরে এলো সে। ধুলোয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গেছে। জুন মাসের কড়া রোদ্দুরে চণ্ডীগড় থেকে স্কুটারে এসেছে। বন্ধুরা বলেছিল অন্তত বিকেল অবধি অপেক্ষা করে যাও, রোদটা একটু পড়ুক। কিন্তু সুজিত রাজী হয়নি। বাড়িতে যে মণিকা একা রয়েছে তারই পথ চেয়ে ----। সত্যি অবাক লাগে। একি সেই সুজিত? এখন কাজ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না সে। অফিসের কাজ আর বাড়ির কাজ।

সেদিন পাশের বাড়ির মিসেস আয়েঙ্গার বলছিল, "তুমি সত্যিই লাকী মণিকা, মিস্টার বোসের মত হাজবেণ্ড পেয়েছ। তোমাকে কত হেল্প করেন।"

সে কথা সত্যি। মুনিয়া হবার সময় বাড়ি থেকে কেউ আসতে পারেনি। সুজিত মণিকার যা যত্ন করেছে মণিকার মা কাছে থাকলেও তার বেশী কিছু করতে পারতেন না। শুধু কি মণিকার যত্ন? বাচ্চা ছেলে বাবলুর দেখাশোনার ভারও সুজিতের উপর ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল মণিকা। সেই দামাল ছেলেকে সামলানো সহজ কথা নয়। এখনও মণিকার শরীর অসুস্থ থাকলে সুজিত হাসিমুখে ওর রোজকার কাজের অনেকখানিই করে দেয়।

"এরকম স্বামী পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা," বারে বারে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে মণিকা আর প্রাণপণে চেষ্টা করে পাড়ার অন্য সব 'মিসেস'দের মত পতিপরায়ণা হতে।

দ্বিতীয় বাচ্চাটা হবার পর বেশ মোটা হয়ে গেছিল মণিকা। ডেলিভারীর মাস তিনেক পর থেকেই উঠে পড়ে লেগেছে অতিরিক্ত মেদ কমানোর চেষ্টায়। বাচ্চা দু'টোকে সামলাতে প্রায় সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবু তারই মধ্যে সুযোগ পেলে নতুন খাবারের 'রেসিপি' নোট করে রাখে। সুজিতের জন্যে টুকিটাকি রান্না করে এক আধদিন। প্রশংসায় কৃপণতা করে না সুজিত। সুজিতের জন্যে পুলোভার বুনবে একটা - রঙ, ডিজাইন সব বেছে রেখেছে সে। সংসার খরচের

টাকা থেকে সঞ্চয় করছে একটা মোটারকম অঙ্ক। ড্রইংরুমের জন্যে একটা মির্জাপুরী কার্পেট চাই, আর চাই নতুন এক সেট পর্দা। সুজিতের স্বপ্ন হল একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি ----।

"ঠিক পথেই চলেছি আমরা।"

নিজেকে আশ্বাস দেয় মণিকা। আশেপাশের সব বাড়ির লোকেদের জীবনযাত্রাই তো এমনি। আসলে পুরোপুরি গিন্নী হতে পেরেছে সে এতদিনে। শুধু মনটাকে বাগে রাখতে পারে না সবসময়। দুপরবেলা বাচ্চা দু'টোর পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন তন্দ্রা নামে চোখে। হঠাৎ মনে হয় কে এসে আলতো করে গালে ঠোঁট ছোঁয়ালো।

"অফিস পালিয়ে এসেছি। ওরা সবাই 'বিটিং দ্য রিট্রিট্' দেখতে গেল। আমি চলে এলাম আমার বউকে দেখতে ----।"

চমকে ধড়মড় করে উঠে বসলো মণিকা। কেউ কোথাও নেই, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল সে। সাড়ে পাঁচটা বাজে। সামনের রাস্তা দিয়ে অগুন্তি গাড়ি চলছে। অফিস থেকে ফিরছে সবাই। মণিকার বাড়িতে কোনও তাড়া নেই। সুজিত সাড়ে সাতটার আগে ফিরবে না। অনেক কাজ জমে গেছে অফিসে।

মণিকা মনে মনে হাসলো। মিথ্যে দোষ দিচ্ছি বেচারাকে। আমিও তো বদলে গেছি। ও কাছে নেই বলে এতটুকু খারাপ লাগছে না তো! বরং হালকা লাগছে। তাড়াহুড়ো করে চা করতে হবে না, জামাকাপড় বদলাতে হবে না। ধীরে সুস্থে খবরের কাগজ পড়তে পারবে। পরিপাটি করে চুল বাঁধবে অনেকক্ষণ ধরে। বেছে পছন্দমত শাড়ি পরবে, ম্যাচ করা ব্লাউজ। বহু যত্নে টিপ আঁকবে কপালে। শান্তি বাচ্চাদের মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাবে। মণিকাও এক চক্কর ঘুরে আসবে। লনে বাচ্চাদের খেলা দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ফিরে এসে বুক শেল্ফ থেকে 'পেরী ম্যাসন'এর একটা বই টেনে নেবে। এর মধ্যে এক সময় সুজিতের স্কুটারের আওয়াজ শোনা যাবে। সামনের দরজা খুলে ঢুকবে সুজিত। ততক্ষণ বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকবে মণিকা।

তারপর বই বন্ধ করে ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলবে, "এসো, চা দিতে বলি?"

পাশের চেয়ারটায় বসে পড়বে সুজিত। ছেলেমেয়ের কুশল প্রশ্ন করবে। খুঁটিনাটি নানা কথা বলবে দু'জনে। সন্ধ্যাবেলা হয়তো কেউ বেড়াতে আসবে, কিংবা ওরাই কারও বাড়ি যাবে। হাসি গল্পের ভিতর দিয়ে কেটে যাবে সময়। শান্তি এসে একসময় খবর দেবে যে ডিনার রেডী। খেয়ে দেয়ে ম্যাগাজিনের পাতা

উল্টোতে উল্টোতে ঘুমে ঢলে পড়বে দু'চোখ ----।

"সত্যি আমি লাকী।" সুজিতের স্কুটারটা রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেলে সেইদিকে চেয়ে নিজের মনে বলে মণিকা।

"আমি লাকী। আমি লাকী।" যেন রক্ষা কবচের মত এই ক'টা শব্দকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সে। মণিকা কি ভয় পেয়েছে? কিসের ভয় তার, কিসের অভাব? স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরপুর সংসারে কোথায় যেন ছিদ্র রয়ে গেছে। সেই ছিদ্রপথে অতীতের অশরীরী ছায়ারা ঘোরাফেরা করে। জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় ফেলে আসা দিনগুলিতে।

'উওম্যান এ্যাণ্ড হোম'টা টিপয়ের উপর রেখে উঠে পড়ে মণিকা। নাঃ, এভাবে দিবাস্বপ্ন দেখলে চলবে না। মনটা ক্রমশ যেন কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায় মণিকা। কিন্তু অবাধ্য মন শত কাজের মাঝেও বারে বারে আগল খুলে বেরিয়ে পড়ে। ধেয়ে যায় কোন নিষিদ্ধ আলেয়ার পিছে।

"সিরাজ!"

নিজের গলার আওয়াজে নিজেই চমকে ওঠে মণিকা। এ কার নাম সে উচ্চারণ করলো! এক যুগ আগে স্বেচ্ছায় যাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, গত ক'বছরের মধ্যে একবারও যার কথা চিন্তা করার অনুমতি সে নিজেকে দেয়নি, তারই স্মৃতি আজ তার অলস দুপুরের মুহূর্তগুলো ছেয়ে ফেলতে চায়। শুধু আজই নয়, কিছুদিন থেকেই সে অনুভব করছে কার ছায়া যেন
চুপি চুপি ঘুরে বেড়ায় তার চারিপাশে।

রাত্রে যখন সুজিতকে শুভরাত্রি জানিয়ে পাশ ফিরে মাথা পর্যন্ত লেপ টেনে নেয় মণিকা আর দু'চোখের অশ্রান্ত ধারা তার মাথার বালিশ ভিজিয়ে দেয়, মনে হয় আলতো করে কে যেন তার মাথায় হাত রাখে, মৃদু কণ্ঠে সান্ত্বনা দেয়, "কাঁদে না মণি, ছিঃ।"

মণি! কে যেন ডাকতো তাকে এই নামে। কে জানে কোথায় সে। সে আজও এই পৃথিবীতে আছে কিনা তাও জানে না মণিকা। এতটুকু সম্পর্কের রেশও রাখেনি তারা।

সেদিন সন্ধ্যায় 'নাইট্স্ব্রিজ'এর বাস স্টপে বিদায় নিয়েছিল। মনে প্রাণে মেনে

নিতে চেষ্টা করেছে তা বিধাতার অমোঘ নির্দেশ বলে।

"এ যে হতে পারে না সিরাজ, কিছুতেই হতে পারে না!"

সিরাজের মিনতিভরা চিঠির উত্তরে সেই একই কথা আবার লিখেছে সে। অনুরোধ করেছে আর যেন চিঠি না লেখে তাকে। সিরাজও মেনে নিয়েছে সে অনুরোধ।

জীবনের ধারা তাদের দু'পথে ছুটেছে, কোন দিনও মিলবে না আর। পাশে পাশে কাছে কাছে যে ক'টা দিন পেয়েছে তার স্মৃতিটুকুই অক্ষয় হয়ে আছে। কৃপণ যক্ষের মত মনের সিন্দুকে চাবি দিয়ে রেখেছিল মণিকা। ভুলেও চাবি খোলেনি, পাছে সে স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উত্তাল ঘটিয়ে তোলে তার জীবনে। আজ এত বছর পরে কেন যে সেই টুকরো টুকরো দিনগুলো এমন সজীব হয়ে উঠেছে ভেবে পায় না মণিকা।

"হয়তো আমারই দোষ। সুজিতের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিই না আমি।"

ওর ঠোঁটের কোনে ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে। মণিকা খুব ভালভাবেই জানে যে ও যতটুকু মনোযোগ দেয় তাই সুজিতের কাছে যথেষ্টের থেকেও অনেক বেশী। বরং মনোযোগ আর একটু কমলেই খুশি হবে সুজিত। অনেক বেশী নির্ঝঞ্ঝাট হবে।

সিঁড়িতে সুজিতের পায়ের শব্দ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে দিলো মণিকা।

"এত দেরী করলে যে?"

সুজিত অবাক স্থির চোখে দেখলো তাকে।

নির্লিপ্ত গলায় বললো, "কাজ ছিল।"

ছিঃ ছিঃ, মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয় মণিকা। আবার সেই ভুলই করলো সে। কি প্রয়োজন তার এত ব্যস্ত হবার, এত ব্যাকুল হয়ে পথ চাওয়ার! রোজকার অভ্যস্ত ঘরণীর ভূমিকায় ফিরে এলো মণিকা। শান্তিকে চা আনতে বললো। কাপে চা ঢেলে চামচ দিয়ে চিনি গুলে এগিয়ে দিলো কাপটা।

"আজ কোনও চিঠি নেই। এম.ই.এস. থেকে লোক এসেছিল ----।"

ভাগ্যিস সুজিত সার্কুলারটা পড়ছে তখন। মণিকার অবাধ্য চোখদু'টো দেখেনি সে। দেখলেই বা কি হত?

এক লহমা তাকিয়ে থাকতো, তারপর সহজ গলায় বলতো, "ছেলেমেয়ে খুব জ্বালাতন করেছে বুঝি? বেশ টায়ার্ড দেখাচ্ছে তোমায়।"

দ্রুতপায়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো মণিকা। রুদ্ধ কান্নায় তার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। আয়নার অশ্রুমুখী প্রতিচ্ছবির দিকে চেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে থাকে সে। যেন বন্ধ ঘরের নিভৃতে সে ও তার আত্মা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয় না।

"---- খুদা হাফিজ - ভগবান তোমার সাথে থাকুন, রক্ষা করুন তোমায় সকল অমঙ্গল হতে। সুখে ভরপুর, উজ্জল হোক তোমার জীবন। যেখানে যত দূরেই থাকো আমার শুভ কামনা চিরদিন ঘিরে থাকবে তোমায় ----।"

সিরাজের শেষ চিঠিখানা ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে এতগুলো বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে।

"তাই হবে সিরাজ।"

ম্লান হেসে চোখের জল মুছলো মণিকা। পাশের ঘরে এসে মুখে পাউডারের পাফ্ বুলিয়ে নিলো।

ওয়ার্ডরোব খুলে কোটটা বার করে পরে নিয়ে সুজিতের সামনে এসে দাঁড়ালো, "চলো একটু ঘুরে আসি কোথাও।"

ম্যাগাজিনটা টিপয়ের উপর রেখে উঠে দাঁড়ালো সুজিত, "বেশ তো, চলো।"